দৈনিক বাংলা

তারিখ 13 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

'৯৫ এসএসসি পরীক্ষা

স্কুল বদলের হিড়িক পড়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পঞ্চগড়।– '৯৫ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁয়ে স্কুল বদলের হিড়িক পড়েছে। প্রাইভেট পরীক্ষা দেয়ার জন্য চলছে এই স্কুল বদল। নিয়মিত ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে অনিয়মিত হিসাবে। এজন্য ৮ম শ্রেণীর সার্টিফিকেট বিভিন্ন স্কুল থেকে বিক্রি হচ্ছে ৪শ' থেকে ৫শ' টাকায় প্রতিটি।

আগামী বছর এসএসসি পরীক্ষায় সীমিত ৫শ' প্রশ্নের মধ্যে (অবজেকটিভ) পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ নিচ্ছে পঞ্চগড় ঠাকুরগাঁয়ের বিভিন্ন স্কুলের নিয়মিত ছাত্রছাত্রী। এদের অধিকাংশই নবম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী। আর এজন্য চলছে স্কুল বদলের হিড়িক। জেলা দু'টির কয়েকটি স্কুল থেকে দেদার বিক্রি হচ্ছে ৮ম শ্রেণী পাসের সনদপত্র। আর এ জন্য কোন কোন স্কুল প্রতিটি সনদপত্রের জন্য নিচ্ছে ৪শ' থেকে ৫শ' টাকা।

ইতিমধ্যে জেলা দুটির ১০টি সরকারী বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ে প্রায় তিন হাজার ছাত্রছাত্রী 'প্রাইভেট' পরীক্ষার্থী হিসাবে ভর্তি হয়েছে। গত ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সার্টিফিকেট সংগ্রহের পালা চলে। বিভিন্ন স্কুল প্রধানের বাসায় ধরনা দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা ৮ম শ্রেণীর সনদপত্র নিয়েছে। তবে সব স্কুল থেকে সনদপত্রের এই সুযোগ মেলেনি। ফলে, চড়াদামে ছাত্র-ছাত্রীদের ৮ম শ্রেণীর পাসের সনদপত্র কিনতে হয়েছে।

একটি সূত্র জানায়, বিভিন্ন স্কুলের নিয়মিত ছাত্রছাত্রী যারা ৮ম ও নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী, এদের অধিকাংশই এখন স্কুলে অনুপস্থিত। '৯৫ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে পরীক্ষা দেয়ার জন্য এরা সকলেই ব্যস্ত। শুধু ছাত্রছাত্রীই নয়, এদের অভিভাবকদেরকেও সনদপত্র ও প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে ছেলেমেয়েদের ভর্তির ব্যাপারে বিভিন্ন সরকারী স্কুলে ঘুরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে।

অপরদিকে, প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের স্কুল সনদপত্রের সাথে প্রয়োজন হচ্ছে চারিত্রিক সনদপত্রের। এই চারিত্রিক সনদপত্রের জন্য ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের ছুটতে হচ্ছে বিভিন্ন সরকারী কলেজের অধ্যাপকদের কাছে।

তবে অনেক অধ্যাপকই একাধিক ছাত্রছাত্রীর সনদপত্র দেয়ার পর চারিত্রিক সনদপত্র দেয়া বন্ধ করেছেন। যারা দিচ্ছেন তারা এখন আর সনদপত্রে 'এ সকল ছাত্রছাত্রী '৯১ সালের পর থেকে কোন স্কুলে অধ্যয়ন করেনি' এ কথা লিখছেন না। ফলে, স্কুল থেকে ৮ম শ্রেণী পাসের সনদপত্র পাওয়ার পরও অনেক ছাত্রছাত্রীই এখন 'শিক্ষা বিরতি' সনদপত্রের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। সূত্র মতে, ইতিমধ্যে প্রায় তিন হাজার ছাত্রছাত্রী প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে বিভিন্ন সরকারী স্কুলে ভর্তি হয়েছে।